115

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 7 .. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩ ...

জৈন্তিয়া কলেজে অচলাবস্থা অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি

ইখতিয়ার উদ্দিন, সিলেট থেকে : সিলেটের জৈন্তিয়া কলেজের অচলাবস্থা এখনো কাটেনি। বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগে অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করেছে কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা।

শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন, বর্তমান অধ্যক্ষ স্বেচ্ছাচারিতা, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিধি বহির্ভূত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নিজ অবস্থানকে সুদৃঢ় রাখার জন্য শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলির প্রয়াস চালাচ্ছেন। অভিযোগে আরো জানা যায়, অধ্যক্ষ আভ্যন্তরীণ অডিট কমিটি গঠন না করে মিথ্যা ভাউচারের মাধ্যমে কলেজের তহবিল থেকে অর্থ আত্মসাৎ করেছেন। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে অধ্যক্ষ তাদের কাছ থেকে নিয়ম বহির্ভূত অর্থ আদায় করে থাকেন। এসব অর্থ আদায়ের কোনো রশিদ দেওয়া হয় না।

শিক্ষা বোর্ডের বিধান অনুযায়ী প্রতিবছর শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা। বর্তমান প্রতিনিধিদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও অধ্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসি করতে থাকেন। এ অবস্থায় শিক্ষকদের চাপের মুখে গত ১৫ নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন। ১৯ নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ থাকলেও তিনি কলেজে অনুপস্থিত থেকে একটি পত্রের মাধ্যমে নির্বাচনের সকল কার্যক্রম 'অনিবার্য কারণবশত' বন্ধ করে দেন। শিক্ষকরা সম্মিলিতভাবে কলেজ পরিচালনা কমিটির কাছে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে তার অপসারণ দাবি করেন।

প্রায় একই সময়ে ছাত্রছাত্রীরাও তাদের অভিযোগ ও দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি সভাপতির কাছে দেয়। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও পৃথক আরেকটি স্মারকলিপি সভাপতির কাছে প্রদান করে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে গত ২৪ নভেম্বর কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নূরুজ্জামানের হাতে অধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি ঢাকায় চলে যান। এরপর তিনি আর সে দায়িত্বভার ফেরত নেননি। এভাবে তিনি কলেজে অনুপস্থিত থেকে গত ৫ ডিসেম্বর সভাপতির সঙ্গে কোনো পরামর্শ না করে গভর্নিং বডির সভা আহ্বান করেন। এ সভায় তাকে কলেজে উপস্থিত না থাকা এবং দায়িত্বভার ফেরত না নেওয়ার জন্য দোষারোপ করা হয়। তিনি এ সবের কোনো সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন।

এদিকে কলেজের উদ্ভূত পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য কলেজের সমস্ত দায়দায়িত্ব গভর্নিং বডির সভাপতির উপর ন্যস্ত করা হয়। ৮ ডিসেম্বর গভর্নিং বডির পরবর্তী সভায় সদস্যবৃন্দ ও অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের বক্তব্য শোনা হয়। তারা তাঁদের বক্তব্যে ইতিপূর্বে উথাপিত অভিযোগগুলো পুনর্ব্যক্ত করেন। এ অবস্থায় শিক্ষকদের স্মারকলিপিতে উল্লেখিত গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার দাবির সত্যাসত্য যাচাইয়ের জন্য সাবেক দুই উপজেলা চেয়ারম্যান সিরাজউদ্দিন আহমদ ও মোঃ আব্দুল্লাহকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে তারা গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে বলে রিপোর্ট প্রদান করেন। বিধি অনুযায়ী মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করে বোর্ডের অনুমোদনের জন্য পাঠানোর কথা। কিন্তু অধ্যক্ষ এসব কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় কলেজ পরিচালনায় মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় বিধি অনুযায়ী গভর্নিং বডির বর্তমান সভাপতি সাংসদ ইমরান আহমদ বর্তমান গভর্নিং বডির অবলুপ্তি ও এডহক কমিটি গঠন এবং একটি নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান করার জন্য সিলেটের জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেছেন বলে জানা গেছে।